Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

The Country Today

DU VC delivers special lecture on 'Democracy and Constitutional Reform'

DU Correspondent

Prof Dr. Niaz Ahmed Khan, VC of the University of Dhaka, delivered a special lecture titled "Democracy and Constitutional Reform" at the university's Applied Democracy Lab on Friday.

The event was organized jointly by the Applied Democracy Lab and International IDEA Institute for Democracy and Electoral Assistance) as part of the program "Students of Youth Democracy Academy."

The lecture was attended by Prof Mohammad Ainul Islam, Director of the Applied Democracy Lab, along with nearly 90 students from 25 departments of the University of Dhaka.

The event emphasized democratic awareness and youth engagement in constitutional discourse, aiming to empower future leaders with knowledge of democratic processes and governance reform.

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

২৯ আষাঢ় ১৪৩২

DU in Media

13 july 2025

দৈনিক বর্তমান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা সংসদ (ডিইউআরএস)-এর 'দক্ষতা উন্নয়ন কর্মশালা' অনুষ্ঠিত

ঢাবি প্রতিনিধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা সংসদ (ডিইউআরএস)-এর উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য দিনব্যাপী এক 'দক্ষতা উন্নয়ন কর্মশালা' ১২ জুলাই ২০২৫ শনিবার অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম লেকচার হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই কর্মশালা উদ্বোধন করেন। ডিইউআরএস-এর সভাপতি ফাহিম হাসান মাহদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ক্লাবের মডারেটর ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অণুজীববিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মু. মনজুরুল করিম, পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রোমানা পাপড়ি, উচ্চতর মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো কাজী সামিও শীশ, ব্যাংকিং এন্ড ইন্স্যুরেন্স বিভাগের প্রভাষক মো. জহির রায়হান এবং ডিইউআরএস-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি সাইফুল্লাহ সাদেক বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ডিইউআরএস-এর সাধারণ সম্পাদক শাহরিয়ার নাজিম সীমান্ত স্বাগত বক্তব্য দেন। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা বলেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর আমাদের তরুণরা নতুন করে বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণের স্বপ্ন দেখিয়েছে। এই স্বপ্ন বাস্তবায়নে তরুণদের দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে উঠতে হবে। শিক্ষার্থীদের ভালো ক্যারিয়ার গড়ার পাশাপাশি নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে হবে। তারা অন্যের বিপদে পাশে দাঁড়াবে, অন্যায়ের প্রতিবাদ করবে এবং দেশের কল্যাণে কাজ করবে বলে তিনি আশাপ্রকাশ করেন। তরুণদের মেধা ও প্রজ্ঞাকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলে একটি বৈষম্যহীন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠন করা সম্ভব হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

দিনব্যাপী এ কর্মশালায় লাইব্রেরি শিক্ষণ ও তথ্য, প্রেস ও পাবলিকেশন, জলবায়ু ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, গ্রাফিক ডিজাইন, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক ছয়টি সেশন অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার বিশেষজ্ঞ ও গবেষকগণ এই কর্মশালায় প্রশিক্ষণ দেন। এতে বিভিন্ন বিভাগের প্রায় ২শ' শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন।

আলোকিত বাংলাদেশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দিনব্যাপী দক্ষতা উন্নয়ন কর্মশালা

● আলোকিত ডেস্ক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা সংসদ (ডিইউআরএস)-এর উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য দিনব্যাপী এক 'দক্ষতা উন্নয়ন কর্মশালা' অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম লেকচার হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই কর্মশালা উদ্বোধন করেন। এতে বলা হয়েছে, ডিইউআরএস-এর সভাপতি ফাহিম হাসান মাহদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ক্লাবের মডারেটর ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মু. মনজুরুল করিম, পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রোমানা পাপড়ি প্রমুখ। সূত্র: সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

আজকালের খবর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দক্ষতা উন্নয়ন কর্মশালা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা সংসদ (ডিইউআরএস)-এর উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য দিনব্যাপী এক 'দক্ষতা উন্নয়ন কর্মশালা' গতকাল শনিবার অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম লেকচার হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই কর্মশালা উদ্বোধন করেন। ডিইউআরএস-এর সভাপতি ফাহিম হাসান মাহদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ক্লাবের মডারেটর ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মু. মনজুরুল করিম, পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রোমানা পাপড়ি, উচ্চতর মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো কাজী সামিও শীশ, ব্যাংকিং এন্ড ইন্স্যুরেন্স বিভাগের প্রভাষক মো. জহির রায়হান এবং ডিইউআরএস-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি সাইফুল্লাহ সাদেক বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ডিইউআরএস-এর সাধারণ সম্পাদক শাহরিয়ার নাজিম সীমান্ত স্বাগত বক্তব্য দেন। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা বলেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর আমাদের তরুণরা নতুন করে বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণের স্বপ্ন দেখিয়েছে। এই স্বপ্ন বাস্তবায়নে তরুণদের দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে উঠতে হবে। শিক্ষার্থীদের ভালো ক্যারিয়ার গড়ার পাশাপাশি নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে হবে। তারা অন্যের বিপদে পাশে দাঁড়াবে, অন্যায়ের প্রতিবাদ করবে এবং দেশের কল্যাণে কাজ করবে বলে তিনি আশাপ্রকাশ করেন। তরুণদের মেধা ও প্রজ্ঞাকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলে একটি বৈষম্যহীন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠন করা সম্ভব হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। দিনব্যাপী এ কর্মশালায় লাইব্রেরি শিক্ষণ ও তথ্য, প্রেস ও পাবলিকেশন, জলবায়ু ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, গ্রাফিক ডিজাইন, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক ছয়টি সেশন অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার বিশেষজ্ঞ ও গবেষকগণ এই কর্মশালায় প্রশিক্ষণ দেন। এতে বিভিন্ন বিভাগের প্রায় ২শ' শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। বিজ্ঞপ্তি

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

২৯ আষাঢ় ১৪৩২

DU in Media

13 july 2025

দেশ রুপান্তর

প্রার্থী বা ভোটার হতে পারবেন না ১৮-১৯ ব্যাচের 'অছাত্ররা'

এইচএম খালিদ হাসান

ডাকসু নির্বাচন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২৫ সালের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে গঠনতন্ত্র সংশোধনের মাধ্যমে প্রার্থীদের বয়সসীমা বাতিল করা হয়েছে। তবে শর্ত হিসেবে বলা হয়েছে, প্রার্থীদের অবশ্যই স্নাতক, মাস্টার্স বা এমফিল পর্যায়ে অধ্যয়নরত হতে হবে। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের 'অছাত্র' (মাস্টার্স শেষ) এমন শিক্ষার্থীরা ডাকসুর ভোটার কিংবা প্রার্থী হতে পারবেন না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুসারে, ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের অনেকে ইতিমধ্যে মাস্টার্স সম্পন্ন করেছেন। আবার কিছু বিভাগে এখনো মাস্টার্স চলমান রয়েছে। তাই এই ব্যাচের অধিকাংশ শিক্ষার্থী ভোটার হতে পারবেন না। কিন্তু এই ব্যাচ থেকেই উঠে এসেছে ছাত্র রাজনীতির একাংশের শক্তিশালী নেতৃত্ব। বিভিন্ন ছাত্রসংগঠন ছাড়াও ক্যাম্পাসের অনেক প্রভাবশালী নেতৃত্ব রয়েছে এই ব্যাচ থেকেই। ফলে তারা ভোটার কিংবা প্রার্থী হতে চাইলে তাদের এমফিলে ভর্তি হতে হবে। ব্যাচটিতে ৭ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী রয়েছেন। তাদের ভোটাধিকার ও প্রার্থী হওয়ার সুযোগ রাখা নিয়ে নানা প্রশ্ন তৈরি হয়েছিল। বিভিন্ন ছাত্রসংগঠনও তাদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছিল।

তবে সে আশায় জল ঢেলে দিয়েছেন ডাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন। তিনি জানিয়েছেন, ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের অছাত্র কোনো শিক্ষার্থী ডাকসুর ভোটার বা প্রার্থী হতে পারবে না। সে হিসেবে ডাকসু নির্বাচনে প্রার্থী বা ভোটার হতে পারবে না প্রায় ৭ হাজার শিক্ষার্থী। তবে যাদের এখনো স্নাতকোত্তরের ফল প্রকাশিত হয়নি বা স্নাতকোত্তর শেষ

পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

প্রার্থী বা ভোটার

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

করে এমফিল-এ যারা ভর্তি হবে তারা ভোটার বলে গণ্য হবে এবং প্রার্থীও হতে পারবে।

২০১৮-১৯ সেশনের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ডাকসু নির্বাচনে সম্ভাব্য প্রার্থীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের কেন্দ্রীয় সদস্য সচিব জাহিদ আহসান, ঢাবি আহ্বায়ক আব্দুল কাদের, মুখ্য সংগঠক তাহমিদ আল মুদ্দাসির চৌধুরী, কেন্দ্রীয় যুগ্ম আহ্বায়ক মিতু আক্তার, ছাত্রশিবিরের ঢাবি সেক্রেটারি মহিউদ্দিন খান, সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী আশিক, অফিস সম্পাদক মো. ইমদান হোসাইনসহ অন্তত ১০ নেতা।

এ ছাড়া ছাত্রদলের কবি জসীমউদ্দীন হলের প্রচার সম্পাদক তানভীর বারী হামিম, সূর্যসেন হলের সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক আবিদুর রহমান মিশু, বিজয় একাত্তর হলের প্রচার সম্পাদক তানভীর আল হাদী মায়েদসহ অনেক নেতা এবং স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্রসংসদের আহ্বায়ক জামালুদ্দীন মুহাম্মাদ খালিদসহ আরও বেশ কয়েকজন। তারা সবাই ডাকসুর গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য লড়বেন বলেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ছাত্রসংগঠনগুলো। ফলে তাদের ছাত্রত্ব অতি সম্প্রতি শেষ হওয়ায় তাদের এমফিলে ভর্তি হতে হবে। অন্যথায় তারা ডাকসু নির্বাচন করতে পারবেন না।

কমিশনের ভাষ্যমতে, বর্তমানে কার্যকর ভোটার সংজ্ঞা অনুযায়ী মাস্টার্স শেষ করা শিক্ষার্থীরা ভোটার হিসেবে বিবেচিত হবেন না। তাদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন সংশোধন করতে হবে– যা একটি জটিল প্রক্রিয়া। তা ছাড়া, আইন শিথিল করে ২০১৮-১৯ ব্যাচকে ভোটার রাখতে চাইলে নির্বাচনের পরে আইনগত বিপত্তি ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। এই ব্যাচের ভোটাধিকারের আইনগত ভিত্তি নেই মর্মে কেউ হাইকোর্টে রিট করলে বাতিল হয়ে যেতে পারে ডাকসু নির্বাচন। ফলে আইন সংশোধন ছাড়া তাদের ভোটার হিসেবে রাখার কোনো সুযোগ থাকছে না।

এদিকে হলগুলোতে শিক্ষার্থীদের তথ্য হালনাগাদের মাধ্যমে ভোটার তালিকা প্রস্তুত করছে নির্বাচন কমিশন। অন্যদিকে, এমফিলে ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করতে কমপক্ষে ১-৩ মাস লেগে যায়। কিন্তু ভোটার তালিকা হালনাগাদের শেষ সময় চলতি মাসের ১৫ তারিখ হওয়ায় তাদের নির্বাচনে পদপ্রার্থী হওয়ার পথে বেশ বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে তাদের এমফিলে ভর্তির আবেদনপত্র দিয়েই ডাকসুর ভোটার তালিকায় নাম উঠাতে হচ্ছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বেশ কয়েকজন ছাত্রনেতা জানান, তারা ডাকসু নির্বাচন করতে চান। কিন্তু হুট করে এতদিন পর এসে জানানো হলো তারা ভোটার হতে পারবেন না, ডাকসুতে প্রার্থী হতে পারবেন না। এমফিলে ভর্তি প্রক্রিয়া বেশ দীর্ঘস্থায়ী। তাই অনেকে ডাকসু নির্বাচনে অংশ নিতে চাইলেও ভর্তি কার্যক্রম শেষ না করায় বাদ পড়তে পারেন। এমফিলে আবেদনপত্রের মাধ্যমে ১৮-১৯ থেকে ওপরের শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের ডাকসুর ভোটার হতে প্রদত্ত আবেদন গ্রহণ করতে দেওয়া উচিত।

গঠনতন্ত্র মতে, ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে ভোটার এবং প্রার্থী হতে হলে শিক্ষার্থীকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণকালীন শিক্ষার্থী হতে হবে, যিনি ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে স্নাতক প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়ে বর্তমানে স্নাতক, মাস্টার্স বা এমফিল প্রোগ্রামে অধ্যয়নরত এবং কোনো আবাসিক হলে অবস্থানরত বা সংযুক্ত আছেন। অন্যদিকে, সান্ধ্যকালীন কোর্স, পেশাদার বা এক্সিকিউটিভ মাস্টার্স, ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট ও ভাষা কোর্সে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ও সংযুক্ত কলেজ/ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা ভোটার বা প্রার্থী হওয়ার সুযোগ পাবেন না।

সার্বিক বিষয়ে ডাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন বলেন, বিষয়টি নিয়ে আমরা আইনজ্ঞদের সঙ্গে বসেছি। তারা জানিয়েছে, গঠনতন্ত্রের বাইরে এসে বিশেষ বিবেচনায় কাউকে সুযোগ দিলে পরবর্তীতে কেউ রিট করলে নির্বাচনই বাতিল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাই, আমরা নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছি যাদের ছাত্রত্ব আছে শুধু তারাই নির্বাচন করতে পারবে।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

ভোরের ডাক

সোহাগ হত্যায় দেশজুড়ে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

ভোরের ডাক রিপোর্ট : রাজধানীর পুরান ঢাকায় যুবদল নেতাকর্মীদের হাতে নৃশংসভাবে আরেক যুবদলকর্মী ও ব্যবসায়ী সোহাগ হত্যার ঘটনায় তীব্র ক্ষোভে ফুঁসে উঠেছে সারাদেশ। এ হত্যাকান্ডের সুষ্ঠু বিচারের দাবিতে গত শুক্রবার থেকে গতকাল পর্যন্ত ঢাকার

বিচার দাবিতে উত্তাল ক্যাম্পাস

বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। হত্যাকান্ডে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা।

সোহাগ হত্যার ভিডিও প্রকাশ্যে আসার পর গত শুক্রবার সন্ধ্যা থেকেই দেশের বিভিন্ন ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি), চট্টগ্রাম, রংপুরসহ দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা প্রথমে প্রতিবাদে নামেন। পরদিন গতকাল শনিবার এই আন্দোলন আরও বেগবান হয়। বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে সরকারি-বেসরকারি অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও।

শনিবার ঢাকার ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় (এনএসইউ), ইডেন কলেজ, ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়সহ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (জাবি), জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি), জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (নোবিপ্রবি), কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় (কুবি), মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বেগম রোকেয়া *এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১*

মিটফোর্ডে হত্যার বিচার

শেষ পৃষ্ঠার পর : বদ্ধপরিকর। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ৫ জনকে ইতো[illegible] গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। তিনি অ[illegible] বলেন, এই পাশবিক হত্যাকান্ডের দ্রুত বিচার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। দায়ীদের বিরুদ্ধে মামলা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তর করা হবে। দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল আইন ২০০২-এর ধারা ১০-এর অধীনে দ্রুততম সময়ের মধ্যে বিচারের ব্যবস্থা করা হবে।